সমান্তরাল

জ্যোৎস্না মন্ডল

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
মনপাখি	৩
আলোকবিন্দু	৪
নেশা	৫
উপলব্ধি	৬
সম্মতি	৭
সমান্তরালে	৮
উপলব্ধির অভাব	৯
নীরবে মগনে	১০
প্রেমের খোঁজে	১১
আয়ুর মেয়াদ	১২
খাদের ধারে	১৩
জীবন খাদ	১৪
আশ্বস্ত অন্য পথে	১৫
তারপর	১৬
ক্ষতি	১৭
বেমানান	১৯
শান্তি	২০
উজানে	২১
কাশের বনে	২২
আবাহন	২৩
অশনি সংকেত	২৪
পথে পাওয়া	২৫
অতৃপ্তি	২৬
ফাঁদে	২৭
গান	২৮

BANGLADARSHAN.COM

মনপাখি

কে যেন অলক্ষ্যে আদরের মনপাখিটাকে শুধুই চাবুক মারে,
সমুদ্রের গভীরে লুকিয়ে রাখতে পারলে হয়তো এ যাত্রা বেঁচে যেতাম,
দমকা বাতাসের হাত থেকে আর কত বাঁচিয়ে রাখা যায় তাকে?
মনপাখি যে হাঁপিয়ে মরে নিত্যদিন অনাদরে।

মন ওরে আমার সাধের মন,
তোকে নিয়ে আমি ভাবি সারাক্ষণ,
কেমনে হায় রাখি তোরে যতনে সুখের ঘরে,
বেহিসাবী মনের কাছে চোখ তুলে আর তাকাই না,
পড়ন্ত বেলায় হিসেব করে চলতে গিয়ে মনপাখিটা না জানিয়ে যাবেই উড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

আলোকবিন্দু

যতই দেখি মন ভরে না মনে হয় আরো দেখি,
হৃদয় মাঝে প্রবেশ করো নেই যে কোনো ফাঁকি।
পুরোটা তোমায় হয়না পাওয়া জন সমুদ্রের দেশে,
কিছুটা পাওয়া থাক না বাকী গভীরতায় মিশে।

এমন করেই জীবন চলুক ভালোবাসার টানে,
ফুরিয়ে গেলে আর পাবো না তাইতো রাখা সুরে ও গানে।
তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করি তোমার নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ,
ভোরের স্বপ্নে বাঁচিয়ে রাখি প্রথম প্রেমের আলাপন।

খুব দূরে না তবুও দূরে হন্যে হয়ে খুঁজে মরি,
অঘ্রাণের ধানের শীষে তোমায় স্পর্শ করি।
ভোরের শিশির পায়ে লাগিয়ে তোমার পানে ধাই,
তুমি আমার আলোকবিন্দু তাইতো দুচোখে হারাই।

BANGLADARSHAN.COM

নেশা

দেখিনা অনেকদিন তোমায়,
তুমিও কতদিন দেখনি আমায়,
গুনছি প্রহর দৃষ্টি বিনিময়ের আশায়,
বেহিসাবী মন সময় মেলাতে যায়।

ঝর্ণার মতো আছড়ে পড়ি পাথরে
আমাদের নিঃশব্দ ভালোবাসায়,
গভীরতার আরো গভীরে কিছু যদি থাকে
প্রেমের গতি সে ঠিকানা পেতে চায়।

পরিণতির হিসেবের ঝুলি শূণ্য
তবুও হৃদয় বোঝে নারে হায়,
আগুনের শিখায় যতই পুড়ে যাই দোঁহে
নেশার মতন ছুটে চলেছি এক নিশানায়।

BANGLADARSHAN.COM

উপলব্ধি

আমার আমার যতই করো
আমার বলে হয় না কিছু,
যা কিছু তুমি ছেড়ে দেবে
ছাড়বে না সে তোমার পিছু।

পরাণ দিয়ে সলতে করে
ভাবের ঘরে জ্বালছো বাতি,
অভাব এসে হুরমুড়িয়ে
ঘেঁটে দেবে দিন আর রাতি।

দূরের থেকে দৃষ্টি রেখো
মহামূল্যবান প্রেমের ঘরে,
একটু অসতর্ক হলেই পরে
তোমার জিনিস লইবে কেড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

জগতে তারাই সুখী
যারা বেশি ছাড়তে পারে,
কারে তুমি আঁকড়ে ধরো
কোনদিন যে নিজের নয় রে।

চলার পথে সঙ্গী খুঁজে
নেশার ঘোরে মানুষ যত,
দিন দুনিয়ার মালিক যিনি
গড়েন মানুষ নিজের মতো।

সম্মতি

দুচোখে স্বপ্ন নিয়ে খুঁজি তোমায়
নীল যমুনার পাড়ে,
সব কাজেতে ভুল হয়ে যায়
তোমায় রেখেছি অন্তরের গভীরে।

মন পেয়ালায় চুমুক দিয়ে
ভাবনার জাল বুনি তোমায় ঘিরে,
মিশে যায় মধুর আবেশ
সারেঙ্গীর সুর বাহারে।

হৃদয় মাঝে আর কতদিন
রইবে এমন গোপন করে,
বাঁধন ছিঁড়ে সত্য স্বপন
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সাদা বকের পাখায় করে
শান্তি পাঠাই খামে ভরে,
নীল নির্জনে বসে আছি
সদুত্তরের আশা করে।

নিবিড় করে কাছে এসে
দিলে প্রেম উজার করে.........

সমান্তরালে

কেন তুমি আমায় এমন ভাবে জড়ালে
ছিলাম তো বেশ অনেক কাজের তালে,
রামধনু রঙ মনের গভীরে খেলে
আমরা দুজন প্রেমের সমান্তরালে।

কেন তুমি চুপ করে আছো নিজের খেয়ালে
মরে যাই আর পুড়ে যাই প্রেমের অনলে,
কবিতায় খুঁজে বেড়াই নিজের আদলে
বর্ষা করে ধরে রাখি কাজল চোখের আড়ালে।

বকের পাখায় স্বপ্ন কেন আমায় পাঠালে
দুজনে আঁকবো কত ছবি শূণ্য দেওয়ালে,
দিন রাত প্রহর গুনে সময় বেয়ে চলে
চল নেমে যাই পাহাড় বেঁয়ে ঐ সমতলে।

BANGLADARSHAN.COM

উপলব্ধির অভাব

জীবনটা যেন অনেকটা আকাশের মত,
কখনো নীল, কখনো সাদা,
কখনো আবার ঘন কালো মেঘে ঢাকা।

নদীর জল কখনো খরস্রোতা, কখনো স্থির,
কখনো শুকায় রৌদ্রের কড়া তাপে,
কখনো ছুটে চলেছে কল কল করে
মোহনার দিকে আঁকা বাঁকা।

বাতাস কখনো বহে মৃদুমন্দ,
কখনো আবার জোরে,
ঝড় ডেকে আনে কখনো আবার নিমেষের ব্যবধানে,
এক লহমায় ভেঙ্গে চুরমার
ধরণীর যত সৃষ্টি সুন্দর,
চারদিক শুধু ফাঁকা।

BANGLADARSHAN.COM

হৃদপিন্ড চলছে কেমন ঘড়ির কাঁটার মতো,
বেঁচে আছি আজ,
কাল থাকবো কিনা নিশ্চিত নয় জেনো,
ছুটছি আমরা আমার আমার বলে,
স্থায়ী নয় কিছু বুঝেও না বুঝে,
আপন করেছি ঘর বাড়ি
আর রাশি রাশি যত টাকা॥

নীরবে মগনে

কেন রে তুই অমন করে
তাকিয়ে থাকিস আকাশ পানে!
তোর ঘর সংসার
ফেলে এসেছিস কোনখানে?
ভুলতে চাইলেও ভুল কিন্তু বাসা বাঁধবেনা
তোর সজাগ মনে,
নিয়তির বেড়াজালে আবদ্ধ না হবার
একান্ত অনুরোধ রইলো তোর চরণে।

মৃগণাভি পেতে চাওয়া,
বড় অলিন্দে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে পাওয়া,
গভীর সমুদ্রে নৌকা বাওয়া,
ঘন সবুজ অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া,
কোকিলের কুহু তানে গান গাওয়া,
মেঘমেদুর ঘন বরষায় নাওয়া,
স্মৃতিপটে সব অতীত রচনা করে সে নীরবে মগনে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমের খোঁজে

মনের পালে লাগালে হাওয়া
ওগো নীল দরিয়ার মাঝি,
মন যমুনা উথাল পাথাল
তোমার নাওয়ে উঠতে আমি রাজি।

বিনিসুতোয় মালা গেঁথে
মনের খেয়ালে জানলা খুলি,
সাতরঙ মেখে চোখ বুঁজে রই
তোমায় পাবার পথে চলি।

আকাশের সাতটি তারার দেশে
তোমায় খুঁজি গাঙচিল হয়ে,
প্রেম যে মোর শুধুই গল্প
তোমায় কাছে না পেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

আয়ুর মেয়াদ

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন
সকাল থেকে গভীর রাত্রি,
আজ যে মানুষ অসহায় সব
মৃত্যু পথ যাত্রী।

পোড়া গন্ধে বাতাস স্তব্ধ
আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢাকা,
পথের পানে তাকিয়ে ভাবি
কবে ঘুরবে জীবন চাকা।

রাজা উজিরের রেহাই হয় না
অর্থ থেকেও হয় রে মরণ,
আমরা সবাই বলির পাঁঠা
জবাই এর সময় আসবে যখন।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন যেন ভাগ্যশালার
লটারি বোর্ডে অপেক্ষমান,
কে থাকবে কে চলে যাবে
হিসেব করে চলে দিনমান।

যার যে কদিন আয়ু আছে
সে কদিন সে থাকবে মায়ায়,
অদৃশ্য শক্তির নিদারুন খেলায়
রইনু চেয়ে ফলের আশায়।

খাদের ধারে

এইভাবে তুমি খাদের ধারে
কবে কীভাবে গেলে পড়ে?
জানলে না তুমি মানুষগুলান
ঠকিয়ে নিজের সৌধ গড়ে।

সোজা সাপটা মানুষ বলে
তোমায় নিয়ে খেলে পাশা,
সচেতনতার বর্ম পড়ে
উচিৎ হবে স্বপ্নে ভাসা।

গাছের সৌন্দর্য্য ফুল ফলে
ছায়ায় সবাই জুড়ায় কষ্ট
প্রবল ঝড়ের দমকা বাতাস
সব হারিয়ে মূল বিনষ্ট।

সজীব যারা তোমার প্রেরণায়
গভীর প্রেমে জীবন ধন্য,
আজ কী উচিত বেহিসাবী হয়ে
কেড়ে নেবে তাদের মুখের অন্ন?

BANGLADARSHAN.COM

জীবন খাদ

ভীরুতার মুখাগ্নি হয় না জেনেও
কাপুরুষরা করছে আপোষ মীমাংসা দিনরাত,
মেরুদন্ডহীন হয়ে উঠতে সময় লাগেনা বেশী দিন
রঙমেলান্তি খেলায় মেতে উঠে করছে তারা বাজিমাত।

এ কঠিন পারাবারে মানুষগুলো
কাঁকড়া বিছের মতো বিষ ছড়িয়ে কুপোকাৎ,
সময় অসময়ে নির্ভাবনায় জটিল করে তোলে
সহজ সরল যাত্রাপথ।

প্রতিদিন ভাগ্যশালায় পরীক্ষিত হয়
জীবন পথের ভয়ংকর খাদ,
উপত্যকার বনানীকে তিল তিল করে
মিছেই করে চলেছ আত্মসাৎ।

BANGLADARSHAN.COM

আশ্বস্ত অন্য পথে

জীবনটা বেশ গুছিয়ে নিলে
আমার কাঁধে ভর করে,
অথচ ভরসা করতে পারলে না আমায় কোনোদিন
ভালোবাসার মর্যাদা হয়তো
এভাবেই দিতে শিখেছো তোমরা।

ছিলে তুমি মলিন পথের পথিক,
সেখান থেকে আজ রাজপথে
তোমার অবাধ গতিবিধি,
পিছনে কার উৎসাহে আজ সহজ পথে,
বেমালুম ভুলে যেতে পারা।

কোনো বিশ্বাস বা ভরসা যার প্রতি
গড়েই ওঠেনি কোনোদিন,
তাকে নিয়ে কোন অর্থে
জীবন পথে একসঙ্গে চলা,
তাকে ছেড়ে একাকী জীবন পথে
করো চলা ফেরা।

নিশ্চিন্তে পথ চলার খবরটাই
যথেষ্ট আমার কাছে,
সে খবর রাখতে গিয়ে
চলেছি অন্য কারো পিছে,
মিথ্যা ভয়ে ডুবে মরি,
মন বলে কী যে করি,
ঘুন ধরেছে কাঁচা অন্তরে,
আশ্বস্ত হলাম অনেক দিনের পর,
চলছ তুমি সাবলীলভাবে,
নয় আজ বিপদ ঘেরা।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর

তার যে কোনো পর হয় না
ফুরায় বেলা দিনের শেষে,
রাতের নিকষ কালো অন্ধকার
জীবন তটে ঘনিয়ে আসে।

হাতরে চলার অভ্যাস নেই
চলছি তাই ইশারাতে,
চেনা মানুষ আজ অচেনা
কালো ধূসর কঠিন পথে।

চিৎকার করে লাভ কিরে ভাই
আলোর ভীড়ে সবাই ভদ্র,
অগ্রাহ্য করি সব কিছুতে
জপছি শুধু নেশার মন্ত্র।

ভ্রূক্ষেপ নেই নিজের দিকে
ভালো মন্দের উর্দ্ধে,
মুখোশধারী মানুষগুলোই
মোদের সমাজটারে বান্ধে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষতি

সমগ্র উজার করে ভালোবাসার
আরেক নাম প্রেম,
ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসতে
ভালো লাগে জানতেম,
খুব তৃপ্ত হই
আমার প্রেমের উপলব্ধিতে যখন
আরেকজন ভাসমান মাঝ সমুদ্রে,
তবে এ শুধু অনুমান মাত্র....
সকলে দিতে জানেনা সম্মান,
বাসেনা ভালো গভীর ভাবে,
এক্ষেত্রে ক্ষতি কার সেটা বলা খুব মুশকিল।

চাঁদের আলোর রূপোলী ছটা পেতে
বিনিময় শূণ্য,
রবির কিরণে স্নাত হয়ে
শক্তির ভান্ডার করি পূর্ণ,
প্রবাহিত নদীর কুলু কুলু শব্দে
হৃদয়ে ওঠে গুঞ্জরণ,
মনের অলিন্দ আন্দোলিত হয়
শুনে পাখির কুজন,
দেওয়া নেওয়ায় হিসেব থাকেনা
নাও সবটুকু হয়ে আকুল।

প্রেমের সাগরে ডুব দিয়ে ভাই
অঙ্গ করো খাঁটি সোনা,
আঁচল পেতে নাও গো ভরে
মূল্য কিছু দিতে চেও না,
প্রেমবাজারে সওদা করে

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম তো কেনা যায় না,
যে জন মনের মূল্য বোঝেনা
ক্ষতির বোঝা তার যে বহাল।

BANGLADARSHAN.COM

বেমানান

বটগাছের পাশে ছোট্ট একটি চারাগাছ দাঁড়িয়ে আছে বেশ
একটু একটু করে বড় হচ্ছিল বটে,
বটের শিঁকড় কিছুতেই যেতে দেয়না তাকে মাটির ভিতর,
নালিশ জানানোর কেউ নেই কাছে পিঠে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
নিঃশ্বাসে টান পড়তে থাকে মাঠে ঘাটে,
কুঁকড়ে থাকে ছোট্ট প্রাণ অতি কষ্টে অনাদরে
বেঁচে যায় সে অন্ধকারের চাদর পাতা বাটে।

পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকার লোভ সামলানো কঠিন,
লুকিয়ে লুকিয়ে আকাশ দেখার ছল করে সে,
রবির পায়ে ধর্না দিয়ে পড়ে ছোট্ট শিশুটি,
বটের পাশে বেমানান হয়ে থাকার কথা রটে।

BANGLADARSHAN.COM

শান্তি

আজ মন অনেকটা শান্ত,
শান্তি বিরাজে আকাশে বাতাসে,
নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই চলেছে প্রতিদিন,
জানি আমার নয় তাও নিজের করে পেতে চাওয়া,
নিষেধাজ্ঞার বেড়ায় চাহিদার খুঁট আটকে আছে বেশ কিছুদিন,
ছাড়াতে গিয়ে আরো গিঁট পাকিয়ে যায় কঠিন বাঁধনে,
জানতে হবে ভাবতে হবে কী করে অস্থিরতা কমাতে হয়,
প্রবল ভালোবাসার প্রতিবিম্ব দেখি আকাঙ্খার হ্রদে প্রতিটি প্রহর,
হারিয়ে যেতে চায় জাগতিক যা কিছু অজান্তে,
আমি যে আরো অনেক শান্ত হতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

উজানে

ভালোবেসেছি তোমায় অজান্তে,
চাওয়া পাওয়ার হিসেব মিলবে না জানি,
তবুও মরীচিকার পিছে ছুটে যাওয়া।

কোনো এক গভীর রাতে স্বপ্নে এসেছিলে আপন করে,
অলীক স্বপ্নে বিভোর হতে কখনো দ্বিধা আসেনি,
তোমার সীমানায় বৃথাই ধরা দিতে চাওয়া।

মুক্ত আমরা কেউ নই,
তবুও ভালোবাসার মায়ায় আটকে আছি দুজনে,
সামান্য চাওয়াটুকুও কারাগারের শিকলে বন্দী,
উজানে অগত্যা জীবনতরী বাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

কাশের বনে

কাশবনের রূপে মোহিত হলাম,
দূর থেকে দেখি আলোর বিন্দুর মত রঙিন নিশান আকাশে,
কাছে গিয়ে দেখি শিশুরা হৈ হৈ করে বেলুন ওড়াচ্ছে আকাশের বুকে,
গেয়ে ওঠে উদাস মন শরতের মিঠেল বাতাসে।

শহরের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ এই ছবি মনে আনে চরম অস্থিরতা,
শৈশব যেন অগোচরে কানে কানে বলে কথা,
মিশে গেলাম শিশুদের ভীড়ে হাতে নিয়ে একগুচ্ছ রঙিন বেলুন,
কাশফুলের আলতো স্পর্শে চোখ বুঁজে আসে,
কেটে যায় কিছুটা প্রহর ওদের সাথে আবেগ মেশা আবেশে।

BANGLADARSHAN.COM

আবাহন

মায়ের বিসর্জন না দিয়ে আমরা বিসর্জন দেবো ধর্ম বিদ্বেষ,
ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির হোক বিসর্জন,
ন্যায়, নীতির স্পর্শে দূর হোক অসৎ দুর্নীতির মোড়কে বেড়ে ওঠা কলুষিত রাজনীতি,
কন্যাভ্রূণ হত্যার হোক অবসান।

সহজ মনে মানুষের প্রতি ভালোবাসা হোক অক্ষয়,
ধর্মান্ধতার করাল গ্রাস থেকে বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য হও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,
উদার মনে দারিদ্র্যতার করো অবসান,
বিসর্জন নয়, সৌন্দর্য্যের করো আবাহন।

BANGLADARSHAN.COM

অশনি সংকেত

কেমন যেন ফুরিয়ে যাবার অশনি সংকেত,
হৃদয় নিঙরানো ভালোবাসার নির্যাস ধুলায় লোটায়,
বাঁচিয়ে রাখার মানুষটা আগলে রাখতে পারেনা প্রেমের ফল্গুধারা,
কী করে সামলাই প্রেমের বিশাল রাজত্ব?

বালিতে মিলিয়ে যায় মনের যত বৃষ্টি,
নগ্ন পায়ে পৌঁছে যাই প্রেমের আগুনে,
লেলিহান শিখায় পুড়তে থাকে কত সহস্র কোটি আবেগ,
হাহাকারের বেষ্টনে জড়িয়ে যেতে দেব না এ মন,
চাই না কোনো রাং মোড়ানো মহত্ব।

BANGLADARSHAN.COM

পথে পাওয়া

নব প্রেমের উৎসারিত আলোয়
এসো আজ অবগাহন করি দোঁহে,
কুলুকুলু শব্দ আমার শিরা ধমনীতে
শুনতে পাবে এসো মিলন মোহে।

রামধনু সাজে সাজিয়ে ভুবন
ধ্বণিত হৃদয়ে জীবনের গান,
বরণ করি তোমায় মনোফুলে রোজ
চোখের দেখায় তৃপ্তিরে করি আহ্বান।

ভোরের আলোয় যখন তোমায় দেখি
শত ফুলের সৌরভ যেন পড়ে ছড়িয়ে,
তুমি সুন্দর, তুমিই আমার কবিতা
পথে পাওয়া প্রেম কুড়িয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

অতৃপ্তি

পাইনা নিজের মতো করে তারে,
ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সম্পর্ক নিত্য বাঁচিয়ে রাখা,
ধ্বণিত হয় আকাশে বাতাসে শুধুই না পাওয়ার যন্ত্রণা,
হাহাকার করে স্বপ্নিল দুটি চোখ আর বিলাসিনী আদুরে পরাণ।

ভেবে বুঝে হিসেব করে হয় না প্রেম,
না জেনে চোরাবালিতে হারিয়ে যায় পরিণত শিহরণ,
হ্যাঁচকা টানেও ওঠানো যায় না তটভূমিতে,
ডুবে যেতে বড্ড বেশি ভালো লাগে,
চিরকাল তোমারই রয়ে যাবে শালফুল,
এ যজ্ঞে সামিল হয়ে রব আমরণ।

BANGLADARSHAN.COM

ফাঁদে

শুধু শুধুই পড়ে যাওয়া কঠিন এক ভালো লাগার ফাঁকে,
অবুঝ মন অজান্তে নিত্য কাঁদে আঁকড়ে ধরে তাকে,
ঔজ্জ্বল্য ছেড়ে দিয়ে ভাবতে ভালো লাগে সাদামাটা জীবনকে,
মনের ক্যানভাসে আজ মন কতই স্বপ্ন আঁকে।

প্রবল চাওয়া মুখ থুবড়ে পড়ে সাবেকী পথের বাঁকে,
অনেক প্রশস্ত রাস্তাটি সংকীর্ণ হতে থাকে পড়ে বিপাকে,
কুঠারের আঘাত ছিন্ন ভিন্ন করে দিক আকাঙ্খায় মেশানো স্বপ্নকে,
করাল গ্রাস বিদ্ধস্ত করে দিক আমার শরীরী কাঠামোকে।

তিল তিল করে কুড়ে কুড়ে খায় কলিজার নরম পেলব অংশটিকে,
রিক্তমনে দাঁড়িয়ে আছি অজানা আতঙ্কে,
ক্লান্ত হতে হতে অবশ হয়ে যায় গোটা জীবন ব্যস্ততার ফাঁকে,
শ্মশ্মানের চিতায় জ্বালিয়ে দিতে চাই আমার অপূর্ণ ভালোবাসাকে।

BANGLADARSHAN.COM

গান

সয় না আর জ্বালা রে সখী
সয় না যে আর জ্বালা
ভাবছি সদাই মনের ঘরে
দেব একখান তালা।

কুঞ্জ সাজাই তার লাগি
সাজাই বরণ ডালা,
যতন করে সোহাগ ভরে
গাঁথি ফুলের মালা,
দরশন পাই না যে তার
আমি অভাগিনী।

যাই রে যমুনার জলে
দেখব তোমায় কালা,
তোমার রূপে মুই মরিনু
মনে বিষম জ্বালা,
তোমার লাগি পরাণ ভাসাই
হই যে কলঙ্কিনী।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥